বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় পৌরসভার অনুকূলে উন্নয়ন সহায়তার অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৬৪.৩২.০৫৫.১৪- ৯৩৬ তারিখঃ ২২/০৯/২০২৪ খ্রি.

প্রেরকঃ আবু হেনা মোরশেদ জামান
সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ।

প্রাপকঃ মেয়র/প্রশাসক
..............................পৌরসভা
জেলাঃ...............................।

বিষয়ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় পৌরসভার অনুকূলে উন্নয়ন সহায়তার অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০২৪।

পৌর এলাকায় বসবাসরত নগরবাসীকে মানসম্মত এবং উন্নত নাগরিক পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে 'স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯' এ পৌরসভাসমূহকে কর আরোপ ও আদায়, বাজেট প্রস্তুত করা এবং নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। আইনগত কাঠামোর আওতায় সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি পৌরসভাসমূহের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকার তথা স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রতি বছর উন্নয়ন সহায়তা খাত হতে পৌরসভাসমূহের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ দিয়ে থাকে। এ ছাড়াও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং জরুরী অবস্থা মোকাবেলায় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

২. বর্তমান প্রেক্ষাপটে সম্পদ ব্যবহারে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থ পৌরসভাসমূহের অনুকূলে বরাদ্দ ও পৌরসভাসমূহ কর্তৃক এ সকল অর্থ ব্যবহারের নিমিত্ত বিদ্যমান নির্দেশিকা হালনাগাদ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এ বিবেচনায় সংযুক্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩. এ নির্দেশিকা অনুসরণের মাধ্যমে পৌরসভাসমূহ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তার যথাযথ বরাদ্দ এবং ব্যয় নিশ্চিত করবে। এছাড়া, পৌরসভা পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে এ নির্দেশিকাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

৪. পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত পৌরসভাসমূহ এ নির্দেশিকা অনুসরণ করে পৌরসভা উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ব্যবহার ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে এ নির্দেশিকার কোন ব্যত্যয় হলে সংশ্লিষ্ট পৌর কর্তৃপক্ষ এ জন্য দায়ী থাকবে।

৫. জনস্বার্থে এ নির্দেশিকা জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২২/০৯/২৪
আবু হেনা মোরশেদ জামান
সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সূচিপত্র

ক্রমিক	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	ভূমিকা	৩
২	নির্দেশিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্য	৪
৩	অধিক্ষেত্র	৪
৪	প্রাপ্ত উন্নয়ন সহায়তার ব্যবহার	৪
৫	উন্নয়ন সহায়তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুসরনীয় নীতি	৪
৬	প্রকল্প বাছাইকরণ	৫
৭	প্রকল্প/স্কীম/কার্যক্রম বাস্তবায়ন	৭
৮	তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ	৭
৯	প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিতকরণ	৮
১০	উন্নয়ন সহায়তা অর্থ দ্বারা যা করা যাবে না	৮
১১	বিবিধ	৮
১২	বাতিল	৯
১৩	কার্যকারিতা	৯

১. ভূমিকা

১.১ বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে নগরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩৬ ভাগ নগর জনগোষ্ঠী এবং এটি শতকরা ২.৫ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে নগর অঞ্চলের উৎপাদনশীলতা ৬০ ভাগের বেশি এবং নগর অঞ্চলের মধ্যে বসবাসরত শতকরা ৬০ ভাগ মানুষ পৌরসভা এলাকাসমূহে বসবাস করছে। বর্ধিত জনগোষ্ঠীর জন্য আধুনিক পরিষেবা যথাঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নগর পরিচ্ছন্নতা, জলাবদ্ধতা নিরসন, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এবং স্থানীয় পর্যায়ের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সম্পদ আহরণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে পৌরসভার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

১.২ পৌরসভা এলাকায় বসবাসরত নগরবাসীকে মানসম্মত নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বর্তমানে ৩৩০ টি পৌরসভা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা ও কার্যপরিধি সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে পৌরসভাসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপের ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুত করা ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। আইনগত কাঠামোর আওতায় অর্থ আহরণ ও ব্যবস্থাপনা ব্যতীত পৌরসভাসমূহের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকার তথা স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রতিবছর উন্নয়ন-সহায়তা থোক বরাদ্দ খাতে পৌরসভাসমূহের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ দিয়ে থাকে। এছাড়াও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় পৌরসভাসমূহে অর্থ বরাদ্দ করা হয়।

১.৩ পৌরসভাসমূহে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে সম্পদ ব্যবস্থাপনাসহ পৌরসভাসমূহের অপরাপর অর্পিত আইনগত দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহনের নির্দেশনা রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে পৌরসভাসমূহের প্রতিশ্রুত সেবা, সেবা প্রদান পদ্ধতি, প্রদত্ত সেবার মান বৃদ্ধি এবং স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহ/আহরণসহ সকল কার্যক্রমের সম্পৃক্ততা ও অধিকতর দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণে উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে বরাদ্দকৃত অর্থে কার্যক্রমভিত্তিক বন্টন, প্রাপ্ত অর্থ ব্যবহারে আর্থিক বিধি বিধান অনুসরণ তথা আর্থিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন জরুরী মর্মে বিবেচিত হয়েছে। এ নির্দেশিকার মূল লক্ষ্য পৌরসভাসমূহ কর্তৃক তাদের আওতাভুক্ত এলাকায় উন্নত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে বরাদ্দকৃত উন্নয়ন সহায়তা ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি। পৌরসভাসমূহ একটি সমন্বিত নির্দেশিকা অনুসরণপূর্বক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতসহ গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে।

১.৪ উন্নয়ন সহায়তার অর্থ ব্যবহার ও প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ নির্দেশিকা আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।

২. উদ্দেশ্য

২.১ পৌরসভাসমূহের উন্নয়ন সহায়তা ব্যবহারে সক্ষমতা বৃদ্ধি ;

২.২ জন অংশগ্রহনের মাধ্যমে উন্নয়ন সহায়তার পরিচালন;

২.৩ সমন্বিত উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান;

২.৪ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ;

২.৫ পৌরসভার অর্পিত দায়িত্ব ও কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন; এবং

২.৬ জনআকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে অগ্রাধিকারমূলক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

৩. অধিক্ষেত্র

এ নির্দেশিকা 'স্থানীয় সরকার (পৌরসভা), আইন, ২০০৯' -এ উল্লিখিত পৌরসভার এখতিয়ারভুক্ত এবং পৌরসভার মালিকানাধীন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। উল্লিখিত আইনের আওতায় পৌরসভার সাথে চুক্তিবদ্ধ বা পৌরসভার ব্যবস্থাপনার সাথে পরিচালিত সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও এ নির্দেশিকা অনুরূপভাবে প্রযোজ্য হবে।

৪. প্রাপ্ত উন্নয়ন সহায়তা ব্যবহার

৪.১ অর্থ বছরের বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে পৌরসভার জন্য উন্নয়ন সহায়তা খাতের (কোড নম্বরঃ ৪১১১৩১৭) সাধারণ বরাদ্দ ও বিশেষ বরাদ্দ উপখাত (অর্থনৈতিক কোড নম্বরঃ ২২১০০০৫০০) সুনির্দিষ্ট করা হবে। এ ক্ষেত্রে সাধারণ থোক বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে পৌরসভাসমূহের আয়তন, জনসংখ্যা, পূর্ববর্তী অর্থ বছরের রাজস্ব আয়ের হার সাধারণ সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হবে। তবে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে পৌরসভার অভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থাপনা (internal governance), রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধির হার, উন্নয়ন ব্যয়ের সক্ষমতা হার এবং **Climate Vulnerability Index (CVI) সূচক হিসেবে** বিশেষ অর্থ বরাদ্দের জন্য বিবেচনা করতে পারে। অর্থ বছরের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ চারটি সমান কিস্তিতে পৌরসভাসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত করতে হবে।

৪.২ সবুজ ও জলবায়ু অভিঘাত মোকাবেলা (Green Climate Resilience-GCR) সম্পর্কিত অগ্রাধিকার কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের কমপক্ষে ১০% অর্থ ব্যয় করতে হবে। 'পরিশিষ্ট ১' - এ 'সবুজ ও জলবায়ু অভিঘাত' মোকাবেলা সম্পর্কিত অগ্রাধিকার কার্যক্রমসমূহ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

৪.৩ 'স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯'- এর তফসিলে উল্লিখিত কার্যাবলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত উন্নয়ন সহায়তা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ব্যয়/প্রকল্প/স্কিম গ্রহণ করতে হবে।

৫. উন্নয়ন সহায়তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতি

৫.১ উন্নয়ন সহায়তার বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নীতিসমূহ প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে

৫.১.১ পৌরসভাসমূহকে যে উদ্দেশ্যে ও খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যে ও খাতেই তা ব্যয় করা;

৫.১.২ উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ সুনির্দিষ্ট তফসিলি ব্যাংকে জমা এবং ব্যয় শ্রেণিবিন্যাসপূর্বক হিসাবভুক্ত করা;

৫.১.৩ সরকারি আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে পৌরসভা উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরির ব্যয়িত অর্থের হিসাব সংগতিসাধন (reconciliation) করা;

৫.১.৪ উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে মঞ্জুরীকৃত অর্থের অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৫.১.৫ অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান কঠোরভাবে অনুসরণ নিশ্চিত করা; এবং

৫.১.৬ স্থানীয় সরকার বিভাগের পূর্বানুমোদন ছাড়া সম্পূরক উন্নয়ন সহায়তা পাওয়া যাবে এ প্রত্যাশায় কোন প্রকল্প/স্কীম গ্রহণ বা অর্থ ব্যয় না করা। সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন কাজে প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত না করে ঠিকাদার-কে অর্থ পরিশোধ না করা; এবং

৫.১.৭ অব্যয়িত অর্থ ৩০ জুন এর মধ্যে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে এর প্রমাণক স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

৬. প্রকল্প/স্কীম গ্রহণের খাতসমূহ এবং অর্থ বিভাজন

৬.১ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সরকারের উন্নয়ন সহায়তার বরাদ্দকৃত অর্থ হতে নিম্নবর্ণিত খাতে মোট বরাদ্দের শতকরা আনুপাতিক হারে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা যাবেঃ

ক্রমিক নম্বর	খাত	শতকরা হার
১।	**জনস্বাস্থ্য ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা** (১) আধুনিক ও টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা; (২) ডাম্পিং ষ্টেশন নির্মানের নিমিত্ত জমি ক্রয় ও অধিগ্রহণ; (৩) কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে 3R-Reduce, Reuse & Recycle নীতি নিশ্চিতকরণ; (৪) স্বাস্থ্যসম্মত ও জলবায়ু সহিষ্ণু গণশৌচাগার নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ; (৫) পৌরসভার নিজস্ব ব্যবস্থাপনাধীন জলবায়ু সহিষ্ণু স্বাস্থ্য অবকাঠামো (হাসপাতাল, টিকাদান কেন্দ্র, শিশু ও মাতৃসদন কেন্দ্র, ডে-কেয়ার, ডিসপেন্সারী ভবন) নির্মাণ, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ; (৬) দুর্যোগ সৃষ্ট পানিবাহিত রোগের প্রকোপ হ্রাসের লক্ষ্যে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি ক্রয়/সংগ্রহ/নির্মাণ ;	মোট বরাদ্দের ৫% হতে ১৫%

২।	বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃপ্রণালী (১) বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য পাম্প হাউজ নির্মাণ ও পাইপলাইন স্থাপন এবং সংস্কার (২) বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ; (৩) পানি নিষ্কাশনের জন্য পাকা নর্দমা নির্মাণ, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ; (৪) বন্যা, জলাবদ্ধতা নিরসন ও পয়ঃনিষ্কাশনের (sewerage) জন্য পয়ঃনালা/ড্রেনেজ নির্মাণ, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ।	মোট বরাদ্দের ১০% হতে ২০%
৩।	মার্কেট, বাস-টার্মিনাল, **অন্যান্য যান-বাহনের জন্য টার্মিনাল নির্মাণ, সংস্কার** ও রক্ষণাবেক্ষণ।	মোট বরাদ্দের ৫% হতে ১৫%
৪।	রাস্তা-ঘাট, **ব্রীজ কালভার্ট ও অন্যান্য** অবকাঠামো উন্নয়ন (১) জলবায়ু সহিষ্ণু পাকা রাস্তা, ছোট ব্রীজ-কালভার্ট নির্মাণ, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ; (২) আধা-পাকা রাস্তা নির্মাণ, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ; (৩) টেকসই ও জলবায়ু সহিষ্ণু আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ; (৪) গাইডওয়াল ও যাত্রী ছাউনী নির্মাণ; (৫) জলবায়ু সহিষ্ণু কবরস্থান ও শ্মশানঘাটের উন্নয়ন; (৬) জনসাধারনের ব্যবহার্য পৌরসভার মালিকানাধীন পুকুর বা জলাশয় সংস্কার ও সংরক্ষণ এবং বাস্তু সংস্থান পুনরুদ্ধার; (৭) বেড়িবাঁধ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ কাঠামো (রিং ডাইকেসসহ) নির্মাণ/উন্নয়ন।	মোট বরাদ্দের ২০% হতে ৪৫%
৫।	সবুজ প্রবৃদ্ধি ও জলবায়ু সহিষ্ণু বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী নবায়নযোগ্য জ্বালানী প্রকল্প গ্রহণ ও ভূমিকম্প নিরোধ যন্ত্র স্থাপন।	মোট বরাদ্দের **সর্বোচ্চ** ৫%
৬।	**জলবায়ু অভিঘাত মোকাবেলায় সবুজ পার্ক, সবুজ খেলার মাঠ, সবুজ উন্মুক্ত উদ্যান**, ওয়াকওয়ে, **জলাধার** নির্মাণ/সংস্কার এবং বনায়ন।	মোট বরাদ্দের ১০% হতে ১৫%
৭।	পৌরভবন ও অডিটোরিয়াম নির্মাণ, মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ।	মোট বরাদ্দের **সর্বোচ্চ** ৬%
৮।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।	মোট বরাদ্দের **সর্বোচ্চ** ২%
৯।	**বিবিধ।**	**মোট বরাদ্দের সর্বোচ্চ ৫%**

৬.২ অর্থ বিভাজনের জন্য উপরে যে হার নির্দিষ্ট করা হয়েছে, স্থানীয় যৌক্তিক চাহিদার কারণে পৌর পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে অথবা বিশেষ পরিস্থিতিতে পরিষদের সভা না হলে মেয়র/প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে স্থানীয় সরকার

বিভাগকে অবহিত করে কোন অর্থ বছরে খাতসমূহের এক বা একাধিক খাতে অর্থ বিভাজন কম-বেশি করা যাবে বা বিশেষ কোন খাতে ব্যয় স্থগিত রাখা যাবে।

৬.৩ নির্দিষ্ট খাতসমূহের কোন খাতে সরকার কর্তৃক বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হলে উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট খাত রাখা যাবে না।

৬.৪ পৌরসভা কর্তৃক পূর্ববর্তী অর্থবছরে সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরবর্তী বাজেট প্রণয়ন করতে হবে।

৬.৫ সরকারের ওপর অধিক নির্ভরশীলতা হ্রাস করে অর্থ সংস্থানের জন্য পৌরসভাসমূহকে নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহে অধিকতর তৎপর হতে হবে।

৭. প্রকল্প/স্কিম/কার্যক্রম বাস্তবায়ন

৭.১ প্রকল্প/স্কিম/কার্যক্রম বাস্তবায়ন চূড়ান্ত করার পর পৌরসভাসমূহ 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬' ও 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮' (সর্বশেষ সংশোধনীসহ), ইজিপি গাইডলাইন ও আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক যথাশীঘ্র সম্ভব দরপত্র আহবান, ঠিকাদার নির্বাচন ও কার্যাদেশ প্রদান করে প্রকল্প/স্কীম বাস্তবায়নে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৭.২ প্রকল্প/স্কীম বাস্তবায়নের জন্য এমনভাবে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও তৎপরতা নিতে হবে যাতে সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরে গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচি অনুযায়ী প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন প্রতিবছর ৩১ মে এর মধ্যেই সমাপ্ত হয়।

৭.৩ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে সাধারণভাবে চূড়ান্তকৃত প্রাক্কলন সংশোধন করা যাবে না। এরূপ সংশোধন যাতে প্রয়োজন না হয় সেজন্য প্রাক্কলন প্রস্তুতকারী প্রকৌশলী প্রাক্কলন প্রস্তুতের পূর্বে সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রয়োজনীয় ফিজিবিলিটি স্টাডি/জরীপ কাজ সম্পন্ন করবেন এবং এ ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করবেন। তবে, অনিবার্য ও যুক্তিসঙ্গত কারণে সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫% এর বেশি হলে এবং পৌরসভা কর্তৃক অনুমোদিত হলে, সেই বর্ধিত কাজের জন্য পৃথক দরপত্র আহবান করে ঠিকাদার নির্বাচনপূর্বক বর্ধিত কাজ সম্পাদন করতে হবে।

৭.৪ দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে প্রকল্পের ডাটাবেজ প্রস্তুত করে তা সংরক্ষণ করতে হবে।

৭.৫ প্রকল্পসমূহ এবং এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য পৌরসভার ওয়েবসাইটে নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

৭.৬ কোন প্রকল্প গ্রহণ/নির্বাচনে স্থানীয় জনসাধারণের চাহিদার কথা বিবেচনায় রাখতে হবে।

৭.৭ অবকাঠামো নির্মাণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিবেচনায় রাখতে হবে।

৮. তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ

৮.১ মানসম্মতভাবে 'প্রকল্প/স্কিম/কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত বাস্তবায়নকালীন প্রকল্পের কাজসমূহ নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ/তদারকির জন্য পৌরসভা অভ্যন্তরীণ/বিভিন্ন উইং/বিভাগের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে 'প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও তদারকি' এক বা একাধিক কমিটি গঠন করবে।

৮.২ কমিটি প্রতি মাসে প্রকল্প পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও অর্থ ব্যবহার পর্যালোচনা করবে এবং মেয়র/প্রশাসককে অবহিত করবে।

৮.৩ এছাড়া, কমিটি বিভিন্ন ব্যক্তি/সংস্থা কর্তৃক উত্থাপিত প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন করবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দৈবচয়ন পদ্ধতিতে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/ স্কিম/ কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করবেন।

৯. প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিতকরণ

৯.১ পৌরসভাসমূহ কর্তৃক অর্থ বছরের প্রারম্ভে চূড়ান্তকৃত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প তালিকা পৌর পরিষদের অনুমোদনক্রমে অথবা বিশেষ পরিস্থিতিতে পৌর পরিষদের সভা না হলে প্রশাসক/মেয়রের অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত ছকে প্রতি বছর ৩১ আগস্ট তারিখের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে ;

৯.২ সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের ছাড়কৃত অর্থের ব্যয়ের শতকরা হার উল্লেখসহ প্রকল্প/স্কিম/কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট-২) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে; এবং

৯.৩ পূর্ববর্তী অর্থ বছরে গৃহীত প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে প্রতি বছর ৩১ আগস্ট তারিখের মধ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করা হবে।

১০. উন্নয়ন সহায়তা অর্থ দ্বারা নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে নাঃ

১০.১ রেজিস্ট্রেশন বিহীন কোন সমিতি, সংঘ, পাঠাগার ও ক্লাবের উন্নয়নমূলক কোন প্রকল্প গ্রহণ করা।

১০.২ পূর্ত কাজে স্থায়ী প্যালাসাইডিং এর ক্ষেত্রে বাঁশ বা কাঠ ব্যবহার করা।

১০.৩ ব্যক্তিমালিকানাধীন/বাণিজ্যিক/ব্যবসায়িক কোন প্রতিষ্ঠান/এনজিওতে পৌরসভার অর্থায়নে কোন প্রকল্প গ্রহণ করা।

১০.৪ উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দ হতে বিএমডিএফ ঋণসহ অন্য কোন ধরনের ঋণের কিস্তি পরিশোধ করা।

১০.৫ উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দ হতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও আনুতোষিক পরিশোধ করা।

১০.৬ পূর্বে গৃহীত কোন প্রকল্প ভিন্ন নামে পুনরায় গ্রহণ করা।

১০.৭ ব্যয়বহুল সাজ-সরঞ্জাম, আসবাবপত্র বা বিলাস দ্রব্য ক্রয় করা।

১০.৮ বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা কোন প্রকার যানবাহন ক্রয় করা।

১০.৯ টেলিফোন স্থাপন, ভূমি উন্নয়ন কর, পৌর কর, বিদ্যুৎ বিল, টেলিফোন বিল, ইন্টারনেট বিল, পানির বিল ইত্যাদি পরিশোধ করা।

১০.১০ মেলা বা প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে ব্যয় করা।

১০.১১ কোন ব্যক্তি বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানে সাহায্য, অনুদান বা ঋণ প্রদান করা।

১১. বিবিধ

১১.১ অর্থ বছরের প্রারম্ভে সম্ভাব্য বরাদ্দের ভিত্তিতে অথবা বরাদ্দকৃত প্রথম কিস্তির উপর ভিত্তি করে দরপত্র আহবান এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন করার পর যদি সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরে উক্তরূপ নিরূপিত অর্থ অপেক্ষা কম অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায় তাহলে পরবর্তী অর্থ বছরে উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরি হতে তা সমন্বয় করা যাবে।

১১.২ অর্থ বছরে প্রথম কিস্তিতে প্রাপ্ত বরাদ্দের উপর ভিত্তি করে যে অংক/পরিমাণ নিরূপিত হবে, তার অতিরিক্ত অর্থে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দরপত্র আহবান করা যাবে না।

১১.৩ পৌরসভাসমূহ কর্তৃক 'স্থানীয় সরকার (পৌরসভা), আইন ২০০৯' এ যেসব কার্য অত্র নির্দেশিকায় নির্দিষ্ট করা হয়নি তা উক্ত আইনের বিধানাবলী পরিপালন সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা যাবে।

১২. বাতিল

উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরীর অর্থ খরচের নীতিমালা সংক্রান্ত স্থানীয় সরকার বিভাগের ০৭/০২/২০২৩ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০৬৪.৩২.০৫৫.১৪-১৪৭ নং স্মারকে জারিকৃত নীতিমালা এতদ্বারা বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৩. কার্যকারিতা

এ নির্দেশিকা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

<u>পরিশিষ্ট-১</u>

পৌরসভায় সবুজ প্রবৃদ্ধি ও জলবায়ু সহিষ্ণু সম্পর্কিত অগ্রাধিকারসমূহ (Green Climate Resilient Priorities-GCR)

পৌরসভার উন্নয়ন কার্যক্রমে সবুজ প্রবৃদ্ধি ও জলবায়ু সহিষ্ণু সম্পর্কিত অগ্রাধিকার কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্য হচ্ছে একটি সাশ্রয়ী, বাস্তবসম্মত এবং অভিযোজন সক্ষম (adaptable) ব্যবস্থা গড়ে তোলা যার ফলে পরিমাপযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করা যায়। উন্নয়ন অভিযাত্রায় স্থায়িত্ব (sustainability), দক্ষতা (efficiency) এবং জলবায়ু সহিষ্ণুতা (climate resilience) নিশ্চিতকরনের জন্যেও জিসিআর কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন প্রয়োজন। জিসিআর এর মূল বিষয়গুলো নিম্নে আরও বিশদভাবে বর্ণনা করা হলো:

<table>
<tr><td rowspan="2">সবুজ</td><td>স্থায়িত্ব
(Sustainability)</td><td>পরিবেশগত সামাজিক এবং আর্থিক সক্ষমতা কতটা টেকসই হবে তা নির্ভর করে উন্নয়ন অভিযাত্রাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের উপর। প্রবৃদ্ধির জন্য হুমকি স্বরূপ বা বিরূপ প্রভাব পড়ে এমন কার্যসমূহ নির্মূল/হ্রাস করার প্রচেষ্টা পৌরসভাসমূহকে গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া পৌরসভাসমূহকে অবশ্যই নবায়নযোগ্য (renewable) ও অনবায়নযোগ্য (non-renewable) সম্পদ রক্ষায় শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে হবে, যেন এ সকল সম্পদের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার, দূষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিকর প্রভাব রোধ করা সম্ভব হয়।</td></tr>
<tr><td>দক্ষতা (Efficiency)</td><td>দক্ষতার সাথে অর্থ ব্যয়ের লক্ষ্যে আর্থিক, সামাজিক এবং পরিবশগত সকল ক্ষেত্রে সেবা অথবা পণ্যের ইউনিট প্রতি ব্যয়ের বিপরীতে নাগরিকবৃন্দ কী ফল পাচ্ছে (output) তা বিবেচনায় নিয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ব্যয়-দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পৌরসভাসমূহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও নাগরিক পরিষেবা নিশ্চিত করতে পারে।</td></tr>
<tr><td colspan="2">জলবায়ু সহিষ্ণুতা (Climate resilience)</td><td>জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অনিশ্চয়তা মোকাবেল্য, ঝুঁকি প্রশমন এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেবার জন্য পৌরসভাসমূহকে প্রস্তুত থাকতে হবে।</td></tr>
</table>

জলবায়ু সহিষ্ণু সম্পর্কিত প্রধান অগ্রাধিকার কার্যক্রমসমূহ ঃ

- জলবায়ু সহিষ্ণু, সক্ষম এবং বন্যা-প্রতিরোধক অবকাঠামো উন্নয়ন;
- পৌর এলাকায় দূষণ হ্রাস;
- যথাযথ পানি নিষ্কাশন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ পৌরসভাকে বন্যা সহনশীল (flood-resilient) করে তোলা;
- নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট, গোসল খানা ও প্রক্ষালন (Water, Sanitation and Hygiene-WASH) সুবিধাসমূহে অভিগম্যতা (access) বৃদ্ধি;
- পৌরসভার নিয়ন্ত্রণাধীন দাপ্তরিক, আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনে শক্তি-সাশ্রয়ী (energy- efficient) যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ;
- 3R- Reuse, Recycle, Reduce-(পুনরায় ব্যবহার, ব্যবহৃত জিনিসকে পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা ও ব্যবহার হ্রাস) নীতি অনুসরণসহ উন্নত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা;
- বন, জলাশয় ও বাস্তুর পরিবেশগত সুরক্ষা ও পুনরুদ্ধার।

পরিশিষ্ট-২

পৌরসভার অনুকূলে বরাদ্দকৃত উন্নয়ন সহায়তার আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/স্কীম/কার্যক্রমের ত্রৈমাসিক (Quarterly) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

পৌরসভার নাম ....

..............................অর্থ বছরের উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দের পরিমাণ: ....লক্ষ টাকা

১ম কিস্তিতে প্রাপ্ত লক্ষ টাকা জিও নম্বর......................... তারিখ:...........................

২য় কিস্তিতে প্রাপ্ত জিও নম্বর......................... তারিখ:...........................

৩য় কিস্তিতে প্রাপ্ত জিও নম্বর......................... তারিখ:...........................

৪র্থ কিস্তিতে প্রাপ্ত জিও নম্বর......................... তারিখ:...........................

ক্রমিক নম্বর	ওয়ার্ড নম্বর	অঙ্গের/কম্পোনেন্ট এর নাম (প্যাকেজ/কাজের নাম)	চলতি অর্থ বছরে কাজের ভৌত লক্ষ মাত্রা		প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি অনুযায়ী		..... কোয়ার্টারের অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের ...... মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
			একক	পরিমাণ			কাজ আরম্ভের নির্ধারিত তারিখ	কাজ সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখ	বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	
									%	%	%	%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪